ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 077 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭৭ ● কলকাতা ● ০৬ চৈত্র, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২১ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোটের আগে গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে ভয় ও চাপের রাজনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নির্বাচনের মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। বিশেষত জিবনতলা থানার অধীন হেদিয়া এলাকায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে এবং ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে হুমকি, চাপ ও উৎকণ্ঠা। অভিযোগ, বাড়িতে তল্লাশি চালানোর আগেই অভিযুক্তদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। একই সঙ্গে নির্বাচনী আচরণবিধি জারি থাকা সত্ত্বেও এলাকায় রাতভর ডিজে, যাত্রা ও বাউল গানের অনুষ্ঠান চলছে বলে স্থানীয়দের দাবি; অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, এই ধরনের অনুষ্ঠানকে 'বাৎসরিক' বলে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে শব্দ দূষণ ও উত্তেজনা আরও বাড়ছে এলাকায়। এরই মধ্যে প্রকাশ্য হুমকির অভিযোগও সামনে এসেছে—"ভোটের পরে দেখে নেওয়া হবে" ধরনের মন্তব্যে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ, যা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিয়ে সংশয় বাড়াচ্ছে।

অন্যদিকে, হেদিয়া এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমি সংক্রান্ত একটি আপিল মামলায় চলতি বছরে তাঁর পক্ষে রায় এলেও সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বরং নতুন করে নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও দাবি। এই ঘটনায় ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে না এবং প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে অভিযুক্তদের যোগসাজশ রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের তরফে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে একাধিকবার সুরক্ষা চাওয়া হলেও তা মেলেনি বলে দাবি, যার ফলে ভোট পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য হিংসা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বড় প্রশ্ন উঠছে—প্রশাসন কি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবে? কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের কার্যকারিতা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করছেন অনেকে। সব মিলিয়ে গ্রামাঞ্চলে ভয় ও চাপের আবহে সাধারণ মানুষের একাংশ মুখ খুলতে অনিচ্ছুক, আর তার মধ্যেই আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে নিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

পর্ব 236

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কিন্তু হতে পারে, পুত্রের জীবনে কোন নতুন আবিষ্কার থেকে সংকট আসে, যে আবিষ্কার সম্ভবত পিতার জীবনকালে ছিলই না।

সংকট, সমস্যা আর তাদের নিবারণও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তনীয় হয়। **ক্রমশঃ**

মমতার পত্রবোমার ধাক্কায় নড়ে বসল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তারপরই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে শুরু করে বিরোধী দলগুলি। যদিও আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিরোধীরা। সেখানে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাকফুটে পাঠিয়ে দেয় বিরোধীদের। তাছাড়া এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে ২৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই আবহে একের পর এক বদলি করা হয় বাংলার অফিসারদের। যা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। মুখ্যসচিব, ডিজি থেকে শুরু করে পুলিশ মহলে ব্যাপক রদবদল করা হয়। এই নিয়ে এক্স হ্যান্ডেল থেকে পত্রবোমায় কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন।

এদিকে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে আজ, শুক্রবার জরুরি বৈঠক ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। আজ দুপুর ১টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে। যেখানে উপস্থিত থাকবেন জেলাগুলির নির্বাচন আধিকারিক, পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনাররা। আর সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই বৈঠকে থাকছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে বারবার অভিযোগ উঠেছে নির্বাচন কমিশন প্রধান বিরোধী দল বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে। এবার সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে চায় নির্বাচন কমিশন। তাই কোনও অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা চাইছে না নির্বাচন কমিশন। যদিও এখনও লাখ লাখ ভোটার 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়েছে। এই নিয়ে জনমানসে একটা আতঙ্ক এখনও বিরাজমান। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের থেকে বুথ স্তরের প্রস্তুতি, ভোটকর্মীদের মোতায়েন, নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট নেওয়া হবে। আর পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ভোটের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর।

রাজ্যের নতুন ৭ জেলা কোথায় হবে, কী কী নাম? জানানো হল তৃণমূলের ইস্তেহারে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবার কালীঘাটের কার্যালয় থেকে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, বাণিজ্য এর কান্ডারি বাংলাই দিশারী, কৃষি, দুয়ারে চিকিৎসা, জল, বাংলার শিক্ষা, প্রবীণদের পাশে যত্ন-এর আশ্বাসে এবং প্রশাসনিক দিক থেকে নতুন জেলা এবং নতুন পুরসভা সহ ১০ প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করেন তিনি।মিশন মহানগর' নামের আরেকটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহারে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি প্রধান শহরকে মডেল শহর হিসাবে গোড়া তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, হাওড়া, ডায়মন্ড হারবার, বর্ধমান,

এরপর ৩ পাতায়

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ, ২০২৬

রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের মানোন্নয়নের জন্য আজ রেল ভবনে ঊর্ধ্বতন রেল আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে যাত্রী ভিড় সামাল দেওয়া, প্রযুক্তি-নির্ভর নজরদারি এবং স্টেশন চত্বরে যাতে যাত্রীরা সহজেই যাতায়াত করতে পারেন, সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে সংস্কারগুলির প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেগুলি প্রথমে নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে কার্যকর করা হবে। এরপর, এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অন্যান্য স্টেশনেও সেগুলি কার্যকর করা হবে।

নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে একটি সর্বাঙ্গীণ কৃত্রিম মেধা-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স, প্রবেশ ও বাহির পথ এবং আশপাশের অঞ্চলে ক্যামেরা বসানো হবে। পুরো নজরদারি প্রক্রিয়াটি কৃত্রিম মেধার মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। যাঁরা টিকিট কাটবেন, তাঁরাই যাতে স্টেশনে প্রবেশ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে।

রেলের বিপুল কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে তাঁদের পৃথক পৃথক রঙের পোশাক দেওয়া হবে। যাঁরা সরাসরি রেলকর্মী — তাঁদের জন্য ফ্লুরোসেন্ট জ্যাকেট দেওয়া হবে। ভেন্ডর, স্টেশন সহায়ক, চুক্তি-ভিত্তিক কর্মী এবং আইআরসিটিসি কর্মীদের পৃথক রঙের পোশাক দেওয়া হবে। এঁদের সকলের জন্য

এরপর ৬ পাতায়

ভেঙেছে পাঁজরের হাড়, ফেটেছে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহাও! কী হয়েছিল আরজি করের লিফটের ভিতর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভয়াবহ ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ট্রমা কেয়ারের একটি লিফটে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে থাকার পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। এই ঘটনার পরই স্বাস্থ্য দফতর রিপোর্ট তলব করেছে এবং গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।বিজেপি প্রার্থী বলেন, ''ইচ্ছে করে মেরে দিয়েছে। খুনের মামলা দায়ের হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষ খুনের জন্য দায়ী আরজি করের সুপার। আর পরোক্ষভাবে দায় স্বাস্থ্য দফতর, স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।'' শুভেন্দু দাবি করেছেন যে, তাঁর কাছে সরকারি নথিও রয়েছে যেখানে স্পষ্ট বলা আছে যে, লিফটে কাজ হচ্ছিল।মৃতের নাম অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪০)। তিনি দমদমের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, ছেলের হাত ভেঙে যাওয়ায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ট্রমা কেয়ারের লিফটে ওঠেন। অভিযোগ, লিফটে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা বিকল হয়ে যায় এবং তিনজনই ভিতরে আটকে পড়েন।

প্রায় এক ঘণ্টা আটকে থাকার পর অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে লিফট খুললে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। প্রাথমিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট কী বলছে

প্রাথমিক যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা ভয়াবহ। মৃত যুবকের পাঁজরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, এমনকী অন্ত্রও ফেটে গেছিল! দেহের ভিতরেই সাংঘাতিক রক্তক্ষরণ হয়েছিল।

এই ঘটনার তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের নজরদারি ক্যামেরায় দু'বার অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছে - একবার অপারেশন থিয়েটারের সামনে এবং পরে উদ্ধার হওয়ার সময়। মাঝের সময়টা নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

সূত্রের দাবি, ওপরতলায় শৌচালয়ে যাওয়ার জন্যই পরিবার-সহ লিফটে ওঠেন তিনি। তবে লিফটটি কিছু তলা উঠেই সজোরে বেসমেন্টে নেমে যায় (ধাক্কা খায়) এবং এক সময় দরজা খুলে যায়। সেই সময় স্ত্রী ও সন্তান বেরিয়ে আসতে পারলেও অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিতরেই থেকে যান বলে অভিযোগ। তবে ঠিক কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে তিনি বেরোতে পারেননি, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অভিযোগ, পাঁচ নম্বর ফ্লোরের বাটন টিপলেও লিফটে তিন নম্বর ফ্লোর পর্যন্ত উঠে ফের নীচে নেমে আসে। বেসমেন্টে সজোরে ধাক্কা লাগার কারণেই অরূপের এত বেশি চোট লেগেছে বলে অনুমান।

আরজি কর হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উদ্ধারকারী কর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, লিফট বেসমেন্টে পৌঁছলে স্বাভাবিক নিয়মেই দরজা খুলে যায়। সেই ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে একজন ব্যক্তি ভিতরে আটকে থাকলেন কীভাবে, তা নিয়েই উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

এই ঘটনার পর হাসপাতালের পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। সব মিলিয়ে, ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা জানতে এখন তদন্তের দিকেই তাকিয়ে সকলেই।

যদিও এটিকে দুর্ঘটনা বলতে নারাজ ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি অভিযোগ করেছেন, ইচ্ছে করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ খুনের ঘটনা, দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(২ পাতার পর)

রাজ্যের নতুন ৭ জেলা কোথায় হবে, কী কী নাম? জানানো হল তৃণমূলের ইস্তেহারে

দুর্গাপুর, বোলপুর, কৃষ্ণনগর, বরাসত, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, মালদহ, কল্যাণী, শ্রীরামপুর, অণ্ডাল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দিঘা, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, এনকেডিএ এলাকা, গঙ্গারামপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংকে অত্যাধুনিক নগর পরিকাঠামো-সহ মডেল শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে।এদিন কালীঘাট থেকে নির্বাচনী ইস্তেহার ঘোষণার সময় মমতা জানান, নতুন জেলা, নতুন পুরসভা তৈরি করা হবে।

আগামী বছরগুলিতে তৃণমূল যে কাজগুলি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, 'ভৌগলিক পুনর্গঠন এবং পুরসভার সংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে, বেশ কয়েকটি পুরসভা এখন অসম অনুপাতে অধিক সংখ্যক বাসিন্দাদের পরিষেবা দিচ্ছে। সরকারি পরিষেবাগুলি যাতে দক্ষতার সঙ্গে এবং সময়মতো প্রদান করা হয় তা নিশ্চিত করতে, জনতা ও প্রশাসনের আদর্শগত বনুপাত বজায় রাখার জন্য একটি সামগ্রিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে।''

ইস্তেহারে জানানো হয়েছে, 'রাজ্যে ৭টি নতুন জেলা গঠন করা হবে। সরকারি পরিষেবা প্রদান উন্নত করতে এবং বর্তমান জেলা প্রশাসনগুলির উপর চাপ কমাতে, পশ্চিমবঙ্গে কান্দি, বহরমপুর, বিষ্ণুপুর, সুন্দরবন, রানাঘাট, ইছামতী এবং বসিরহাট নামে সাতটি নতুন জেলা গঠন করা হবে।''

সম্পাদকীয়

পিছিয়ে যাচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের দিন?

সাপ্লিমেন্টারি তালিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। চলতি সপ্তাহে অতিরিক্ত ভোটার তালিকা নাও বেরোতে পারে। কমিশন সূত্রে খবর, ৮০ হাজার বুথের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৬০ হাজার বুথের তালিকা তৈরি বাকি রয়েছে। শুধু তাই নয়, জানা গিয়েছে, বিচারকরা চাইছেন না ইদের মধ্যে তালিকা প্রকাশিত হোক।মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন, কোনও একটি সম্প্রদায় ক্ষেপে গেলে এক সেকেন্ডের মধ্যে বারোটা থেকে তেরোটা হয়ে যাবে।" জনসাধারণের কাছে তাঁর আর্জি, "শীত ঘুম থেকে জেগে উঠুন, কোন বিপদের মধ্যে রয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করুন।" বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সৌগত রায় বলেন, "আগে তালিকা প্রকাশ হয়েছে। বিচারকদের উপর হামলা হয়নি। তাই আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। এই প্রচার যাঁরা করছেন, সেটা অসত্য। আর বিচারকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশ ও হাইকোর্টের। এখানে আমাদের কোনও কাজ নেই।"নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁরা। ইদের মধ্যে তালিকা বেরোলে হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আগে জানা গিয়েছিল, শুক্রবারই বিবেচনাধীন ভোটারদের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বেরোতে পারে। আর তাতে বাদ যেতে পারে প্রায় ৮ লক্ষের নাম। কমিশন সূত্রে খবর, বুধবার পর্যন্ত বিবেচনাধীন ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার নামের নিষ্পত্তি হয়েছে।

সেক্ষেত্রে প্রথম তালিকায় ৪০ শতাংশ নাম বাদ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, কমিশন সূত্রে খবর, কাজ এখনও বেশ কিছুটা বাকি রয়েছে। ৮০ হাজার ৭০০ বুথের মধ্যে তালিকা তৈরি হয়েছে ২০ থেকে ২৫ হাজার বুথের। জানা গিয়েছে, আগে ৮০ হাজারের তালিকা তৈরি করবে হাইকোর্ট।

তারপর তা কমিশনকে পাঠানো হবে। কমিশনের কাছে তালিকা পৌঁছতেই তা আপলোড করা হবে। আপলোড করতে অন্তত ৬ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে। আগামিকাল ছুটির দিনে কতটা কাজ হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে চলতি সপ্তাহে তালিকা প্রকাশিত নাও হতে পারে।

ভয়ে জুডিশিয়াল অফিসাররা বাংলায় আতঙ্কে রয়েছেন এসআইআর কাজে নিযুক্ত জুডিশিয়াল অফিসাররা। গতকালই দুই দফায় ডিজি ও স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সিইও ও বিশেষ পর্যবেক্ষকের সঙ্গেও বৈঠক করেন। জানা গিয়েছে, বৈঠকে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন জুডিশিয়াল অফিসাররা।

ইদের সময় তালিকা প্রকাশে মত নেই বিচারকদের। তাঁদের আশঙ্কা, ইদের সময় তালিকা বেরোলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে তাঁদের। বিচারকদের আশঙ্কা প্রকাশ প্রসঙ্গে ফের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন,"বিচারকরা যদি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা কোন জায়গায় গিয়েছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বারো পর্ব)

মধ্যে সুন্দরবন অবস্থিত।সুন্দরবন বেশির ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল নিয়েই সুন্দরবন।

আজ যেখানে সুন্দরবন, অনেকের মতে, একসময় সেখানে বন ছিল না। ছিল জনবসতি। সুন্দরবনের মাটি খুঁড়ে শান বাঁধানো পুকুরঘাট ও বাড়ির ধ্বংসাবশেষ অবিষ্কৃত হয়েছে। যা থেকে প্রমাণ হয়, ওই অঞ্চলে এক সময় জনবসতি ছিল। মেজর জেমস রেনল, যিনি প্রথম জরিপ করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির মানচিত্র আঁকেন (১৭৬৪-৭৬ খ্রি:), তিনি বলেছেন, তিনি বয়স্ক লোকদের মুখে শুনেছেন,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

উত্তর দিনাজপুরে জন ঔষধি কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি প্রকল্পের আওতায় ২৮.২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮৯৪টি জন ঔষধি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় রয়েছে ৭টি কেন্দ্র। হেমতাবাদ ব্লকে একটি কেন্দ্র আছে। জেলার চোপড়া ব্লকে কোনও কেন্দ্র নেই। সেখানে এই কেন্দ্র খোলার জন্য কোনও আবেদনও পাওয়া যায়নি।

সরকার জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার জন্য ফ্র্যানচাইজির মতো মডেলে ব্যক্তি, বেসরকারি সংস্থা, সমিতি, ট্রাস্ট, ফার্ম, বেসরকারি কোম্পানি প্রভৃতির কাছ থেকে অনলাইন আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। ডি ফার্মা বা বি ফার্মা ডিগ্রিধারী যে কোনও ব্যক্তি নিজের অথবা এমন কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা, যারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওষুধের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ফার্মাসিস্ট হিসেবে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছে, তারা জন ঔষধি কেন্দ্র খোলার যোগ্যতাসম্পন্ন। দেশের সমস্ত জেলা থেকে www.janaushadhi.gov.in ওয়েবসাইটে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৩টি জন ঔষধি কেন্দ্র ছিল। বিক্রির পরিমাণ ছিল ২১ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ আর্থিক

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এগুলোর তুলনায় অগ্নির জিহ্বা অনেক সুপ্রাচীন।

কালীর একটি মূর্তিরূপের উল্লেখ মহাভারতে আছে, সেটা সংস্কৃতভাষায় কালীর মূর্তিরূপের আদিমতম বর্ণনা।

কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ মুখগহ্বর, রক্তবর্ণ মালা, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

এমসিএমসি থেকে অনুমতি পাওয়ার পরই রাজনৈতিক দলগুলি বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ, ২০২৬

নির্বাচন কমিশন ১৫ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সহ আসাম, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরী বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে ছ'টি রাজ্যের কয়েকটি আসনে উপ-নির্বাচনের নির্ঘন্টও ঘোষিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অথবা যে কোনো সংগঠন বা যেসব প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি বা এমসিএমসি থেকে শংসাপত্র নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। টিভি, রেডিও, অডিও-ভিস্যুয়াল ডিসপ্লে, ই-পেপার, এসএমএস, ভয়েস মেসেজ সহ সামাজিক মাধ্যমে প্রতিটি বিজ্ঞাপন প্রচারের আগে এমসিএমসি থেকে শংসাপত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ব্যক্তিবিশেষ বা প্রার্থীরা জেলাস্তরের এমসিএমসি-র কাছ থেকে বিজ্ঞাপনের শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন। বিভিন্ন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নিবন্ধিকৃত রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সদর দপ্তর থেকে রাজ্যস্তরের এমসিএমসি-র কাছে এই আবেদন করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নেতৃত্বে গঠিত হওয়া অ্যাপিলেট কমিটি জেলা এবং রাজ্যস্তরের এমসিএমসি-গুলির যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ইন্টারনেট-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এবং ওয়েবসাইটের জন্যও কোনো রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। সামাজিক মাধ্যমের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকর হবে। এমসিএমসি-গুলি রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের এ সংক্রান্ত শংসাপত্র জারি করলেই সংশ্লিষ্ট মাধ্যমে তা প্রচার করা সম্ভব হবে।

এমসিএমসি-গুলি পেইড নিউজের বিষয়ে সতর্ক থাকবে। কোনো সংবাদমাধ্যমে এ ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর পাশাপাশি, প্রার্থীরা যখন তাঁদের মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন, সেই সময় নিজের সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্যও এফিডেভিটে দাখিল করতে হবে।

১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৭৭(১) ধারা অনুসারে এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক রাজনৈতিক দলগুলিকে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপনের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনের ৭৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে এই তথ্য জমা দিতে হবে।

ব্যয় সংক্রান্ত এই তথ্যে ইন্টারনেট সংস্থা এবং ওয়েবসাইটগুলিকে বিজ্ঞাপন সহ নির্বাচনী প্রচারে কত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে সেই তথ্যের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে বিষয়বস্তু তৈরির ক্ষেত্রে ব্যয় হওয়া অর্থের পরিমাণও জানাতে হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, রাজ্য পুলিশের নোডাল আধিকারিক, তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের নোডাল আধিকারিক এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯ মার্চ এ সংক্রান্ত এক বৈঠক করা হয়েছে। ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্য এবং ভুয়ো খবরের বিষয়ে তৎক্ষণাৎ অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিকে বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

মহারাষ্ট্র সফরে উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণান

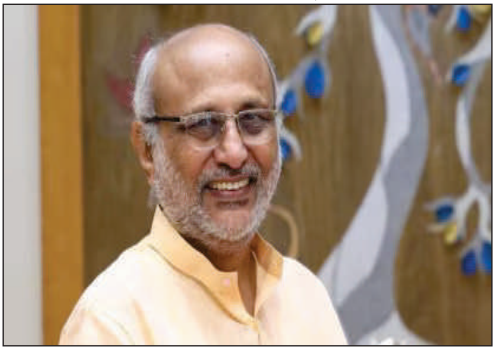

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ, ২০২৬

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী সি পি রাধাকৃষ্ণান ২১ ও ২২ মার্চ মহারাষ্ট্র সফর করবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এটি তাঁর প্রথম মহারাষ্ট্র সফর।

২১ মার্চ নাগপুরের মহর্ষি ব্যাস অডিটোরিয়ামে ভারতীয় যুব সংসদের ২৯তম জাতীয় অধিবেশনের সূচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। পরে, রতন টাটা মহারাষ্ট্র স্টেট স্কিলস্ ইউনিভার্সিটির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। এছাড়া, মুম্বইয়ের লোক ভবনে ৬৪ জৈন দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন তিনি।

২২ মার্চ উপ-রাষ্ট্রপতি মহারাষ্ট্রের পুণেতে উরুলি কাঞ্চনে নিসর্গোপাচার আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অনুতিন চার্নভিরাকুল-কে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অনুতিন চার্নভিরাকুল-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন : "থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অনুতিন চার্নভিরাকুল-কে আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা একযোগে ভারত-থাইল্যান্ড বহুমুখী কৌশলগত অংশীদারিত্বকে গভীরতর করে তুলবো। অভিন্ন সভ্যতার ঐতিহ্য, ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং নাগরিকদের প্রাণবন্ত যোগাযোগের মধ্যে আমাদের সম্পর্কের শিকড় নিহিত। শান্তি, প্রগতি এবং আমাদের জনসাধারণের জন্য সমৃদ্ধির অভিন্ন আকাঙ্খায় ভারত ও থাইল্যান্ড ঐক্যবদ্ধ রয়েছে"।

(২ পাতার পর)

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা থাকবে। ঐ পরিচয়পত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিষয়ে যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত থাকবে।

নতুন দিল্লি রেল স্টেশনে দীপাবলি এবং ছট পুজোর মতো উৎসবের মরশুমে অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামাল দিতে কিউআর কোড-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সূচনা করা হবে। এর ফলে, সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত টিকিট যাঁদের রয়েছে তাঁরা ছাড়াও যেসব যাত্রীর মান্থলি টিকিট আছে, শুধুমাত্র তাঁরাই স্টেশনে ঢুকতে পারবেন। নতুন দিল্লি স্টেশনে পৌঁছনো বা স্টেশন থেকে বের হয়ে নির্ধারিত গন্তব্যে যেসব যাত্রী যাবেন, তাঁদের জন্য RailOne অ্যাপের সঙ্গে ভারত ট্যাক্সি ব্যবস্থাপনাকে যুক্ত করা হবে। এর ফলে স্টেশনের বাইরে অহেতুক হৈ-হট্টগোল এড়ানো সম্ভব হবে। ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরাও একটি ভরসাযোগ্য, স্বচ্ছ পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

এই বৈঠকে দেশের ৭৬টি রেল স্টেশনের হোল্ডিং এরিয়ার মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অসংরক্ষিত টিকিট কেটে যেসব যাত্রী ট্রেনে উঠবেন, তাঁদের জন্য স্টেশনের বাইরে হোল্ডিং এরিয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দিক নির্দেশনা আরও স্পষ্টভাবে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনের আসা-যাওয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থাপনাও মানোন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে দেশের ব্যস্ততম রেল স্টেশনগুলিতে যাত্রীরা যাতে নিরাপদে চলাচল করতে পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। প্রযুক্তির সঙ্গে পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ রেল যাত্রীকে ভরসাযোগ্য একটি পরিষেবা এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(৪ পাতার পর)

উত্তর দিনাজপুরে জন ঔষধি কেন্দ্র

বছরে জন ঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ৪ হয়। বিক্রির পরিমাণ বেড়ে হয় ২৫ লক্ষ টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জন ঔষধি কেন্দ্রের সংখ্যা চারই রয়েছে। বিক্রির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা।

জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা ওষুধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা হল-

সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান- ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্ড মেডিক্যাল ডিভাইসেস ব্যুরো অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, পিআইবি, মাইগভ ও মাই ভারতের মতো প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সমন্বয় করে বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে।

মেসেজ/কলের মাধ্যমে প্রচার- নাগরিকদের জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির ওষুধের গুণমান এবং সাশ্রয়ী মূল্য সম্পর্কে অবহিত করতে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট এবং ফোনকলের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়।

জন ঔষধি সপ্তাহ- প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে জন ঔষধি সপ্তাহ পালিত হয়। এই সময় দেশজুড়ে জনসভা, স্বাস্থ্য শিবির, সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বার্তা- জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির উপকারিতা তুলে ধরতে এবং এর ওষুধের গুণমান সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অডিও/ভিডিও বার্তা সোস্যাল মিডিয়ার প্রচার করা হয়।

গ্রামীণ এলাকায় জনসংযোগ কর্মসূচি- জন ঔষধি কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় ভাষায় প্রচার চালানো হয়। পথনাটিকা, স্বাস্থ্য শিবির, কর্মশালা প্রভৃতির মাধ্যমে স্থানীয় মানুষকে এরসঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে রাসায়নিক ও সার প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অনুপ্রিয়া প্যাটেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

সিনেমার খবর

কবীর বেদিকে ভারতের 'টাইগার' বললেন সালমান খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা কবীর বেদিকে ভারতের 'টাইগার' বলে অভিহিত করেছেন বলি ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন ভাইজান। সেই পোস্টে তিনি লিখেছেন— কবীর বেদি ছিলেন প্রথম ভারতীয়, যার হাত ধরে আন্তর্জাতিক টিভি শোতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গৌরবময়ভাবে হয়েছে এবং সেই শোটি ছিল ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'স্যান্ডোকান'।

সালমান খান সেই পোস্টের মাধ্যমে কবীর বেদিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এবং তিনি আরও বলেছেন— 'তুমি শুধু মালয়েশিয়ারই নয়, ভারতেরও আসল টাইগার।' একই সঙ্গে নতুন সংস্করণে স্যান্ডোকানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার্কিশ অভিনেতা ক্যান ইয়ামান, তাকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভাইজান। এবং বলেছেন, তিনিও বেদির মতো বড় চাহিদা পূরণ করার রাস্তায় আছেন।

'৭০-এর দশকে যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ভারতীয় অভিনেতাদের জায়গা করা প্রায় অসম্ভব মনে হতো, ঠিক সেই সময় 'স্যান্ডোকান' শিরোনামে একটি ইতালিয়ান টেলিভিশন সিরিজ মুক্তি পায়। এটি পরিচালনা করেন ইতালির বিখ্যাত পরিচালক সের্জিও সোলিমা এবং এতে কবীর বেদি প্রধান

চরিত্র স্যান্ডোকান হিসাবে অভিনয় করেন, যিনি ছিলেন এক সাহসী মালয়েশিয়ান (তৎকালীন মালিয়া) দস্যু ও গেরিলা নেতা। সেই সময় সিরিজটি ইউরোপজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ফলে কবীর বেদি আন্তর্জাতিক দর্শকদের কাছে পরিচিত মুখে পরিণত হন। সিনেমা বিশ্লেষকরা মনে করেন, বেদির শক্তিশালী উপস্থিতি ও চাহনির রহস্যময় দিকই এ সিরিজকে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

এদিকে ইতালিয়ান টেলিভিশন সিরিজটি ৫০ বছর পূর্ণ করেছে এবং ইতালির বিখ্যাত স্যানরেমো মিউজিক ফেস্টিভ্যালে তা যথাযোগ্য সম্মানসহ সেলিব্রেট করা হয়েছে। সেখানে কবীর বেদি নিজেও উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এটি তার জীবনের এক 'অভূতপূর্ব অনুভূতি'। একসময়ের ছোটপর্দার সিরিজ যে অল্পসময়ের মধ্যেই আন্তর্জাতিক চেনামুখে পরিণত হয়েছিল।

সেই সিরিজের নতুন সংস্করণও তৈরি করা হয়েছে। এ নতুন সংস্করণে তার্কিশ অভিনেতা ক্যান ইয়ামান স্যান্ডোকানের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নতুন সিরিজটি ২০২৫ সালের ১ ডিসেম্বর ইতালির রেইল এবং ডিজনি প্লাসে প্রচার করা হয়েছে এবং দ্রুত বিভিন্ন দেশের স্ট্রিমিং তালিকার শীর্ষে উঠেছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে।

মধুবালার চরিত্রে কিয়ারা নয়, দেখা যাবে অন্য এক অভিনেত্রীকে, কে তিনি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে তৈরি হচ্ছে অভিনেত্রী মধুবালার জীবন নিয়ে সিনেমা। সেই সিনেমায় মধুবালার চরিত্রে কে অভিনয় করবেন, তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে চলছে জল্পনা। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল, মধুবালার চরিত্রে নাকি অভিনয় করছেন দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি। তবে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি।

আবার এমনও শোনা গেছে যে, অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি মোটেই মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করছেন না। তারপরেই প্রশ্ন উঠছে— তাহলে কাকে দেখা যাবে মধুবালা চরিত্রে? এবার শোনা গেছে, মধুবালার চরিত্রে কোন অভিনেত্রী অভিনয় করবেন, তা নাকি ঠিক হয়ে গেছে। সেই অভিনেত্রী নাকি চুক্তিও সেরে ফেলেছেন। তাহলে কে তিনি?

একটি সূত্র জানায়, 'সাইয়ারা'খ্যাত অভিনেত্রী অনীত পদ্দাকে দেখা যাবে মধুবালা চরিত্রে। পরিচালক মোহিত সুরির ২০২৫ সালের সিনেমা 'সাইয়ারা'য় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে সফল হন অনীত। সেই সিনেমায় তার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা অহান পান্ডে। সিনেমায় অনীতের অভিনয় দর্শকদের খুবই পছন্দ হয়েছে এবং তিনি রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমেও তার অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেছে।

'সাইয়ারা' সিনেমা সফল হওয়ার পর বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব পান অনীত পদ্দা। এর মধ্যে রয়েছে তার আসন্ন সিনেমা 'শক্তিশালিনী'। এটি একটি হরর কমেডি। এ সিনেমাটি চলতি বছরের বড়দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

এবার মধুবালার জীবন ও কাজ নিয়ে তৈরি হতে চলা জীবনীচিত্রে অনীত পদ্দাই প্রধান মুখ হয়ে উঠছেন। এ সিনেমার জন্য অনীত চুক্তিতেও সই করে ফেলেছেন। সিনেমার বিস্তারিত তথ্য যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, তবে জানা গেছে— খুব শিগগির সিনেমার শুটিং শুরু হতে পারে।

ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে 'সম্পর্ক' নিয়ে মুখ খুললেন মালাইকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মালাইকা অরোরাকে নিয়ে আলোচনার যেন শেষ নেই। শোবিজের পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও ভক্তরা একইভাবে কৌতূহলী। আরবাজ খানের সাবেক স্ত্রী ও অর্জুন কাপুরের সাবেক প্রেমিকা মালাইকা এবার নতুন করে সংবাদ শিরোনামে এলেন।

সবশেষ এক হিরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে মালাইকার প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। তবে এবার কোনো গুঞ্জন না রেখে নিজেই নিজের মনের মানুষের কথা জনসমক্ষে আনলেন তিনি। মালাইকার জীবনের নতুন এই বিশেষ মানুষটি আর কেউ নন, তিনি সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার, রাজনৈতিক ও জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব নভজ্যোৎ সিং সিধু।

সম্প্রতি 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-তে

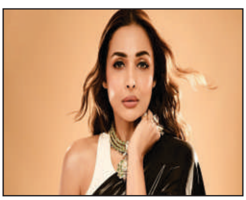

অতিথি হিসেবে হাজির হন মালাইকা। সেই অনুষ্ঠানেই অভিনেত্রী তাদের এই বিশেষ সম্পর্কের কথা জানান। নভজ্যোত সিং সিধুকে তিনি তার 'সত্যিকারের বন্ধু' বলে অভিহিত করেন। গ্ল্যামার দুনিয়ার কৃত্রিমতার বাইরে তাদের এই বন্ধুত্ব এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার তুঙ্গে।

ওই অনুষ্ঠানে আবেগপ্রবণ হয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'অনেকে বলেন একটা বয়সের পর নতুন বন্ধু পাওয়া কঠিন, কারণ মানুষের হাতে সময় নেই। কিন্তু সিধুর মধ্যে আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু খুঁজে পেয়েছি। তার প্রতি আমার ভালোবাসা এতটাই অকৃত্রিম যে আমি জানি, তিনি কখনোই আমার মনে কষ্ট দেবেন না।'

কথার মাঝেই মালাইকা এক মজার তথ্য ফাঁস করেন। তিনি জানান, সিধু নিয়ম করে প্রতি ১৫-২০ দিন অন্তর অমৃতসর থেকে মালাইকার জন্য খাঁটি সাদা মাখন, মুখরোচক স্ন্যাকস এবং গুড় পাঠিয়ে দেন। এই সাধারণ কিন্তু আন্তরিক উপহারগুলোই তাদের মধ্যকার গভীর বন্ধুত্বের প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে নভজোৎ সিং সিধুও মালাইকা আরোরার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভিনেত্রীর সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, বিনয়ী স্বভাব এবং ব্যস্ত ক্যারিয়ার সামলানোর দক্ষতার কথা উল্লেখ করে সিধু তাকে প্রশংসায় ভাসান।

বিশ্বকাপে ফিট থাকতে টি-টোয়েন্টির বদলে ওয়ানডেতে মনোযোগ দেবেন বুমরাহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। দীর্ঘদিন ধরে তার নিয়ন্ত্রিত বোলিং দলের সাফল্যে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছেন।

তবে ইনজুরির কারণে গত বছর অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ান ট্রফিতে অংশ নিতে পারেনি এই ভারতীয় পেসার। আগামী বছরে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়াতে অনুষ্ঠিত হবে পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে ভারতীয় পেস বোলার বুমরাহকে ফিট রাখতে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। এতে টি-টোয়েন্টির ফরম্যাটের চেয়ে ৫০ ওভারের ম্যাবে বেশি খেলায় মনোযোগ দেবেন তিনি।

প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (পিটিআই) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৭ সালে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে বুমরাকে শতভাগ ফিট

রাখতে আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শেষে একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এতে দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমান গিলের মতামত থাকবে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, বিসিসিআই বুমরাহর ইনজুরির রেকর্ড এবং পিঠের সমস্যা বিবেচনা করে তাকে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করছে। অবশ্যই, ভারতের যেকোনো বৈশ্বিক অভিযানে বুমরাহর ফিটনেস সবসময়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং ফরম্যাটগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পেসারদের ফিটনেস সম্পর্কে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে, স্বল্পমেয়াদী অংশগ্রহণের চেয়ে তার দীর্ঘমেয়াদী প্রাপ্যতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। সবশেষ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহ অংশগ্রহণ করতে না পারায় কৌশলটি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে দলে তার জায়গা পূরণ করেন হর্ষিত রানা।২০২৩ সালে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় ক্রিকেট দলের কাছে ভারতের পরাজয়ের পর থেকে বুমরাহ একটিও ওয়ানডেতে অংশ নেননি।

পিটিআই বলছে, বুমরাহ বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক টি-টোয়েন্টি সিরিজের বাইরে থাকতে পারেন, তবে টেস্ট ম্যাচ এবং ওয়ানডে তার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। পুরো ফিটনেস ফিরে আসার পর ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ভারতের পেস আক্রমণ সম্ভবত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ, আর্শদীপ সিং এবং রানা নিয়ে একটি ছোট দলকে ঘিরে পরিকল্পনা সাজানো হতে পারে।

বিশ্বকাপে অংশ নিবে না ইরান: ক্রীড়ামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় ফুটবল বিশ্বকাপে ইরান অংশ নিবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি। বুধবার (১১ মার্চ) বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমেদ দোনিয়ামালি বলেছেন, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে, তাই আমরা কোনও অবস্থাতেই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে পারি না। আমাদের শিশুরা নিরাপদ নয় এবং মৌলিকভাবে অংশগ্রহণের জন্য এমন পরিস্থিতির অস্তিত্ব নেই।

তিনি আরও বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে তারা বিদ্বেষপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আট বা নয় মাসের মধ্যে আমাদের ওপর দুটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ও শহীদ করেছে। অতএব, আমাদের অবশ্যই এমন উপস্থিতি থাকতে পারে না।

প্রায় দুই সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল ইরানের উপর বিমান হামলা চালিয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যা করে, যার ফলে উপসাগরীয় অঞ্চলে একটি অঞ্চলব্যাপী সংঘাত শুরু হয়। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে ১ হাজারে ৩০০ জনেরও বেশি ইরানি বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

বিশ্বকাপে ইরানের পুরুষ দল মিশর, বেলজিয়াম এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তাদের তিনটি গ্রুপ ম্যাচ খেলার কথা ছিল। এই ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ইরানের উদ্বোধনী ম্যাচটি ১৬ জুন ক্যালিফোর্নিয়ার ইঙ্গলউডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা হওয়ার কথা ছিল। তবে এ বিষয়ে ইরানি ফুটবল ফেডারেশন এবং ফিফার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিজয় দাহিয়াকে নিয়োগ দিয়েছে গুজরাট টাইটান্স

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুরুর আগে গুজরাট টাইটান্স দেশটির সাবেক উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান বিজয় দাহিয়াকে সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ফ্রাঞ্চাইজিটি ঘোষণা করেছে, দলের কোচিং গ্রুপকে শক্তিশালী কার লক্ষ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে দুটি টেস্ট এবং ১৯টি ওয়ানডে খেলেছেন দাহিয়া। তিনি ২০০৭-০৮ মৌসুমে দিল্লি দলকে রঞ্জি ট্রফি শিরোপা জেতানো কোচিং স্টাফের অংশ ছিলেন। আইপিএলে তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সে সহকারী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১২ এবং ২০১৪ সালে তাদের প্রথম দুটি চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে ভূমিকা পালন করেছেন।

২০১৯ সালে দাহিয়াকে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান প্রতিভা স্কাউট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে তিনি সহকারী কোচ হিসেবে লখনউ সুপার জায়ান্টসে চলে যান। ২০২২ সালে আইপিএলে যোগদানের পর থেকে গুজরাট টাইটানস টুর্নামেন্টে নিজেদেরকে আরও ধারাবাহিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা তাদের অভিষেক মরশুমে শিরোপা জিতেছে এবং তাদের প্রথম চারটি মৌসুমের মধ্যে তিনটিতে প্লে অফে পৌঁছেছে।

২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ম্যাথু হেইডেনকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় তারা।

এবারের আইপিএলে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরুর এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদকে আতিথ্য দেবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR